শুদ্ধাচারের বিষয়টি দুর্ণীতি প্রতিরোধের ধারনা থেকে উদ্ভুত এবং ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি এপ্রোচ ডেভেলপমেন্ট এর সাথে সম্পর্কিত।

১। কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

২। কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে সভার আয়োজন করতে হবে।

৩। নৈতিকতা ও জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়টি প্রত্যেকটি প্রশিক্ষন সিডিউলে অন্তর্ভু ক্ত করতে হবে।

৪। শুদ্ধাচার বিষয়ক ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করতে হবে।

৫। মৌলিক অধিকার সংরক্ষন।

৬। বিচারিক কার্য ক্রম ও বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্রীয় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা প্রতিষ্টা।

৭। দেশপ্রেম জাগ্রত করতে হবে। কর্ম কর্ত/কর্ম চারীদের বদলী, পদায়ন ও পদোন্নতি নীতিমালা যৌক্তিকভাবে প্রণয়ন ও তা যথাযথ অনুসরন।

৮। প্রত্যেকটি দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানীকে একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্ম কর্তা নির্ধ ারন।

৯। কর্ম পরিকল্পনা যেন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদ্ধতিগত পরিবর্তনের জন্য উপযোগি হয়।